সমাজকর্ম : প্রকৃতি এবং পরিধি
(Social Work : Nature and Scope)

ইউনিট 1

ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বের দ্রুত পরিবর্তনশীল ও জটিল সমাজের বহুমুখী সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মের উদ্ভব। সমাজকর্ম একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, জ্ঞান ও দক্ষতানির্ভর সাহায্যকারী পেশা, যা ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি তথা মানুষের জীবনমান উন্নয়নে পরিকল্পিত পরিবর্তন আনায়নের মাধ্যমে তাদের সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তোলে। সমাজকর্ম সামাজিক বিজ্ঞানের একটি শাখা, যা একাধারে একটি বিজ্ঞান ও কলা। শিল্পবিপ্লবের ফলে সমাজ ব্যবস্থা জটিল থেকে জটিলতর রূপ লাভ করার প্রেক্ষাপটে প্রথাগত সমাজকল্যাণ ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত হয়ে পড়ায় প্রাতিষ্ঠানিক সমাজকর্মের আবির্ভাব হয়েছে।

ডাব্লিউ. এ ফ্রিডল্যান্ডার

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ–১.১ : সমাজকর্মের ধারণা
পাঠ–১.২ : সমাজকর্মের সংজ্ঞা
পাঠ–১.৩ : সমাজকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
পাঠ–১.৪ : সমাজকর্মের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য
পাঠ–১.৫ : সমাজকর্মের পরিধি
পাঠ–১.৬ : সমাজকর্মের গুরুত্ব
পাঠ–১.৭ : সমাজকর্ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

পাঠ-১.১ সমাজকর্মের ধারণা (Concept of Social Work)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

১.১ সমাজকর্ম ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১.১ সমাজকর্মের ধারণা

সমাজকর্ম হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর একটি সাহায্যকারী ও সক্ষমকারী পেশা, যা সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি তথা মানুষকে এমনভাবে সাহায্য করে যাতে মানুষ তার বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেই নিজেদের সমস্যা সমাধানে সক্ষম হয়ে উঠে। সমাজকর্ম ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সম্পদ ও অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগ্রত করে এবং সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। তাই সমাজকর্মকে empowering পেশা হিসেবে অভিহিত করা হয়। আধুনিক শিল্পসমাজের বহুমুখী ও জটিল সমস্যা মোকাবিলার জন্য সমাজকর্ম পেশার উদ্ভব হয়েছে; যদিও পেশাদার তথা আধুনিক সমাজকর্মের শিকড় প্রথিত রয়েছে পারস্পরিক সহমর্মিতা, সহানুভূতি ও ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় পরিকল্পিত সেচ্ছাসেবী সমাজসেবা কার্যক্রম ও প্রচেষ্টার মধ্যে।

সমাজকর্ম একটি বিজ্ঞান ও কলা, যা ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা মোকাবিলায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর প্রাতিষ্ঠানিক ও পেশাগত কর্মকাণ্ড পরিচলিত করে। শিল্পভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা জটিল থেকে জটিলতর হওয়ার প্রেক্ষাপটে সমাজকর্ম পেশার আবির্ভাব হয়েছে। সমাজকর্ম সামাজিক বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা যার সূচনা ও বিকাশ একদিনে

হয়নি। বস্তুত সর্বজনীন মানবমর্যাদা ও মানবাধিকারকে সমুন্নত রেখে মানবকল্যাণ নিশ্চিতকরণ প্রচেষ্টার একটি অংশ হিসেবে সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, নৃ-বিজ্ঞান, মনোচিকিৎসাসহ বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার জ্ঞান ও দক্ষতার সমন্বয়ে সমাজকর্ম একটি সমন্বিত ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। শিল্পবিপ্লবোত্তর সময়ে মানুষের জীবনযাত্রার সামাজিক ও অর্থনৈতিক গতিশীলতার পাশাপাশি সৃষ্টি হয় মনো-সামাজিক সংকট ও সমস্যা। এই সংকট ও সমস্যা ক্রমেই জটিল আকার ধারণ করলে প্রচলিত সমাজকল্যাণ ও সমাজসেবা অপ্রতুল, অপর্যাপ্ত ও অকার্যকর হয়ে উঠে। এই প্রেক্ষাপটে নতুনভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর সাহায্য ও সেবামূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এর ফলশ্রুতিতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দক্ষতা নির্ভর পেশাগত কর্মকাণ্ড হিসেবে সমাজকর্মের সূচনা হয়। ইংল্যান্ডে সর্বপ্রথম সমাজকর্মের সূত্রপাত হলেও আমেরিকায় পেশাদার সমাজকর্মের ধারণা, পদ্ধতি ও কৌশল পূর্ণতা লাভ করেছে। সমাজকর্মের বিকাশে যাঁরা বিশেষ অবদান রেখেছেন তাঁরা হলেন জ্যান এড্যামস (Jane Addams) (১৮৬০–১৯৩৫), ম্যারী এ্যালেন রিচমণ্ড (Mary Ellen Richmond) (১৮৬১–১৯২৮) এবং উইলিয়াম হ্যানরি বিভারিজ (William Henry Beveridge) (১৮৭৯–১৯৬৩)। সমাজকর্ম মূলত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্ভর একটি পেশাগত কর্মকাণ্ড, যা মানুষকে তার সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতার সংরক্ষণ, সমৃদ্ধিকরণ, উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধারে সক্রিয় ও সক্ষম করে অনুকূল সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন করে।

সারসংক্ষেপ

শিল্পবিপ্লবোত্তর আধুনিক শিল্পসমাজের জটিল সমস্যার বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধানের প্রয়াসে সমাজকর্ম ধারণার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। সমাজকর্ম মূলত একটি ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান যা সাহায্যকারী ও সক্ষমকারী মানবহিতৈষী পেশাগত সেবাকর্ম হিসেবে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের যাথাযথ সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তোলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। আধুনিক শিল্পসমাজের জটিলতর সমস্যা মোকাবিলার প্রচেষ্টা হিসেবে কোন পেশার সূচনা হয়?

ক) সমাজকল্যাণ খ) মনোবিজ্ঞান

গ) সমাজকর্ম ঘ) দর্শন

২। আধুনিক সমাজকর্ম পেশার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটে কোন দেশে?

ক) ইংল্যাণ্ড খ) আমেরিকা

গ) অস্ট্রেলিয়া ঘ) বাংলাদেশ

পাঠ-১.২ সমাজকর্মের সংজ্ঞা (Definition of Social Work)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

১.২ সমাজকর্মকে সংজ্ঞায়িত করতে পারবেন।

১.২ সমাজকর্মের সংজ্ঞা

সমাজকর্ম হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও কৌশলনির্ভর একটি পেশাগত কর্মকাণ্ড ও প্রক্রিয়া, যা সামাজিক কল্যাণ (Social Betterment) আনয়নে প্রয়াস চালায়। আমেরিকার National Association of Social Workers (NASW) এমন এক প্রকাশিত সমাজকর্ম অভিধানের (১৯৯৫) সংজ্ঞানুযায়ী, "সমাজকর্ম হলো ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে সাহায্য করার এক পেশাগত কর্মকাণ্ড, যা তাদের সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতাকে পুনরুদ্ধার ও

শক্তিশালী করে এবং সামাজিক পরিবেশকে এই লক্ষ্যের উপযোগী করে গড়ে তোলে।" (Social work is the professional activity of helping individual, groups or communities to enhance or restore, their capacity for social functioning and creating societal conditions favourable to this goal.) বর্তমানে NASW কর্তৃক প্রদত্ত এই সংজ্ঞাটি বহুল প্রচলিত। ওয়াল্টার এ. ফ্রিডল্যান্ডার (Walter A. Friedlander) (১৯৯৬) তাঁর *"Introduction to Social Welfare"* গ্রন্থে বলেন, "সমাজকর্ম হলো মানবীয় সম্পর্ক বিষয়ক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দক্ষতাভিত্তিক এমন এক পেশাদার সেবাকর্ম, যা ব্যক্তিগত ও সামাজিক সন্তুষ্টি এবং স্বাধীনতা অর্জনের জন্য একক বা দলীয়ভাবে ব্যক্তিকে সহায়তা করে।" (Social work is a professional service, based upon scientific knowledge and skills in human relations, whcih assists individuals, alone or in groups, to obtain social and personal satistaction and independence.)

আরমান্ডো টি. মোরেলস এবং ব্রাডফোর্ড ডব্লিউ শেফর (Armando T. Morales & Bradford W. Sheafor) (1986 : 18) তাঁদের *"Social Work : A Profession of Many Faces"* গ্রন্থে বলেন, "সমাজকর্ম ক্রমবর্ধমান সমাজের জটিলরূপ ধারনকারী সমস্যা সমাধানের জন্য সৃষ্ট একটি ব্যবস্থা যে সমাজের পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত আন্তক্রিয়ার মাধ্যমে কার্যকরভাবে তাদের চাহিদা পূরণকে জটিল করে তোলে।" (Social work has been a product of an increasingly complex world that makes it difficult for people to meet their needs effectively through conventional interaction with family, friends, neighbors and the various social institutions.) তাঁরা বলেন, সমাজকর্ম একটি বহুমুখী পেশা। (Social work is a prosfession of many faces.) সমাজকর্ম বিশ্বকোষ (*Encyclopedia of Social Work*) এর ব্যাখ্যানুযায়ী, "সমাজকর্ম হলো এমন একটি সুসংগঠিত প্রচেষ্টা, যা ব্যক্তি ও পরিবারকে সমষ্টির সাথে সামঞ্জস্যবিধানে সহায়তা করে এবং একইভাবে সমষ্টিকেও ব্যক্তি ও পরিবারের প্রয়োজন পূরণে উপযোগী করে তোলে।" (Social work is an organized effort to help individuals and families to adjust themselves to the community as well as to adapt the community to the needs of such persons and family.)

International Federation of Social Workers-IFSW (২০১৪) এর সংজ্ঞানুযায়ী, "সমাজকর্ম হলো অনুশীলনভিত্তিক একটি পেশা ও জ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা, যা সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন, সামাজিক সংহতি এবং জনগণের সক্ষমতা ও স্বাধীনতার উন্নয়ন সাধিত করে। সামাজিক ন্যায়-বিচার, মানবাধিকার, সামষ্টিক দায়িত্ববোধ এবং বৈচিত্র্যময়তার প্রতি সম্মানবোধের নীতিমালা সমাজকর্মের মূল কেন্দ্রবিন্দু।" (Social work is a practice-based profession and an academic discipline that promotes social change and development, social cohesion, and the empowerment and liberation of people. Principles of social justice, human rights, collective responsibility and respect for diversities are central to social work.)

বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী ও সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত সংজ্ঞার আলোকে বলা যায়, সমাজকর্ম হচ্ছে একটি পেশাগত প্রক্রিয়া, যা মানুষের ব্যক্তিগত, দলীয় ও সমষ্টিগত ক্ষেত্রে পরিকল্পিত পরিবর্তন আনয়ন, মানবীয় শক্তি-সামর্থ্য বাড়ানো ও পুনরুদ্ধার করা এবং এক্ষেত্রে অনুকূল সামাজিক পরিবেশ গড়ে তুলে সাহায্যার্থীর ক্ষমতায়ন ও সক্ষমতা লাভে সহায়তা করে। অন্যভাবে বলা যায় যে, সমাজকর্ম একটি সাহায্যকারী প্রক্রিয়া ও পেশা, যা কতগুলো পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষের সমস্যার টেকসই সমাধান করে এবং ব্যক্তিগত, দলীয় এবং সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নে সক্ষম করে তুলতে সর্বদা সচেষ্ট থাকে।

সারসংক্ষেপ

সমাজকর্ম একটি পেশাগত কর্মকান্ড। সমাজকর্ম হচ্ছে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে পদ্ধতি নির্ভর, আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক ও সেবামূলক একটি প্রক্রিয়া, যা সমাজস্থ মানুষের ব্যক্তিগত, দলীয় ও সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়ন এবং সন্তোষজনক জীবন লাভে সক্ষম করে তোলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। "সমাজকর্ম একটি বহুমুখী পেশা" (Social work is a profession of many faces.) –এটি কার উক্তি?
ক) W.A Friedlander খ) Armando T. Morales
গ) Rex A. Skidmore ঘ) Encyclopedia of Social Work

২। সমাজকর্ম হচ্ছে একটি–
ক) সাহায্যকারী পেশা খ) বদান্যতানির্ভর প্রচেষ্টা
গ) সমাজকল্যাণ মূলক তৎপরতা ঘ) বাহ্যিক সাহায্যদান প্রক্রিয়া

৩। ক্রমবিকাশমান আধুনিক শিল্পসমাজের সামাজিক জটিলতার ফসল কী?
ক) সনাতন সমাজকর্ম খ) চিকিৎসা সমাজকর্ম
গ) পেশাদার সমাজকর্ম ঘ) আধুনিক সমাজকর্ম

পাঠ-১.৩ সমাজকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Goals and Objectives of Social Work)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

১.৩ সমাজকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন ।

১.৩ সমাজকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য হলো সমাজস্থ প্রতিটি স্তরের মানুষকে তার সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্রিয় ও সক্ষম করে গড়ে তোলা এবং অনুকূল সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করে সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা। একটি মানবোচিত পেশাগত কর্মকাণ্ড (humanizing professional activity) হিসেবে সমাজকর্ম মানুষের যথাযথ সামাজিক ভূমিকা পালন (social functioning) এবং পরিবেশের সঙ্গে কার্যকর সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ার (social interaction) ক্ষমতা উন্নয়নে সক্ষম করে তোলে।

এ প্রসঙ্গে সমাজকর্ম বিশ্বকোষে বলা হয়েছে, সমাজকর্মের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তি, পরিবার, দল, সংগঠন এবং সমষ্টিকে কর্মসম্পাদান, দারিদ্র্য বিমোচন, প্রতিরোধ ও সম্পদ ব্যবহারে সাহায্য করার মাধ্যমে তাদের সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতার উন্নয়ন, পুনরুদ্ধার, সংরক্ষণ এবং শক্তিশালীকরণ।

W. A. Friedlander এর মতে, বিজ্ঞান, কলা ও পেশা হিসেবে সমাজকর্মের লক্ষ্য হলো মানুষকে এমনভাবে সাহায্য করা যাতে প্রতিটি ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি সামাজিক, মানসিক এবং দৈহিক কল্যাণের অধিকারী হতে পারে। সমাজকর্মের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে B. R. Compton এবং B. Galaway (১৯৭৫) তাঁদের *"Social Work Process"* গ্রন্থে বলেন, "The purpose of social work practice can be seen as effecting deliberate changes in the interaction of people and their environment, with the goal of improving the capacity of individuals to cope with their life tasks in a way that is satisfying to themselves and to others, and is so doing, enhancing their capacity for a fuller realization of their aspirations।"

সমাজকর্ম অনুশীলনের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে *"Comprehensive Handbook of Social Work and Social Welfare*" (2008 : 38) এর vol-1 এ বলা হয়েছে, "The purpose of scial work practice, in general,

is to enhance, maintain, and restore the social functioning and promote social justice of individuals, families, groups, communities, organizations, and society at large with special emphasis on vulnerable populations।"

মনীষী A. T. Morales এবং B.W. Sheafor (১৯৮৬) এর মতে, সমাজকর্মের আবির্ভাব হয়েছে সমাজস্থ অপেক্ষাকৃত অসহায় (more helpless) ও অসুবিধাগ্রস্ত (vulnerable) জনগোষ্ঠীকে সাহায্য প্রদানের জন্য। তাঁদের মতে, সমাজকর্ম যত্ন (caring), নিরাময় (curing) এবং পরিবর্তন (changing) এই তিনটি লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে অগ্রসর হয়। এক্ষেত্রে প্রতিকার, প্রতিরোধ এবং উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমাজকর্মের উদ্দেশ্য।

সমাজকর্ম একটি গতিশীল পেশা (dynamic profession) হিসেবে সময়ের প্রয়োজনে এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে পরিবর্তন এসেছে। National Association of Social Workers (NASW) ১৯৮১ সালে সমাজর্মের নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণ করেছে :

১. জনগণের সমস্যা সমাধান, উপযোজন এবং ক্ষমতার উন্নয়ন সাধন (To enhance problem solving, coping and developmental capacities);
২. সম্পদ, সেবা ও সুযোগের সাথে মানুষের সংযোগ ঘটানো (To link people with resources, services and opportunities);
৩. কার্যকর মানবসেবা ব্যবস্থা গড়ে তোলা (To promote an effective human service system);
৪. সামাজিক নীতির বিকাশ ও উন্নয়ন (To develop and improve social policy)।

এ প্রসঙ্গে Brenda DuBois এবং Karla Krogsrud Miley (1992 : 4-5) তাঁদের গ্রন্থ *"Social Work : An Empowering Profession"*-এ উল্লেখ করেন, সামাজিক সমস্যা মোকাবেলা (addressing social problems), পারস্পরিক দ্বন্দ্ব নিরসন (resolving interpersonal conflicts), বিচার্য্য বিষয়সমূহকে মোকাবিলা (confronting issues) এবং মানবীয় চাহিদা পূরণ করা (meeting human needs) হচ্ছে সমাজকর্মের উদ্দেশ্য। তাঁরা আরো বলেন, সমাজকর্ম পেশার সুস্পষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে মানবীয় অবস্থায় জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি করা (improvement of the quality of life in the human condition is envisioned as an explicit goal of the profession)। তাঁরা নিম্নোক্ত চিত্রের মাধ্যমে সমাজকর্মের উদ্দেশ্যসমূহ তুলে ধরেছেন :

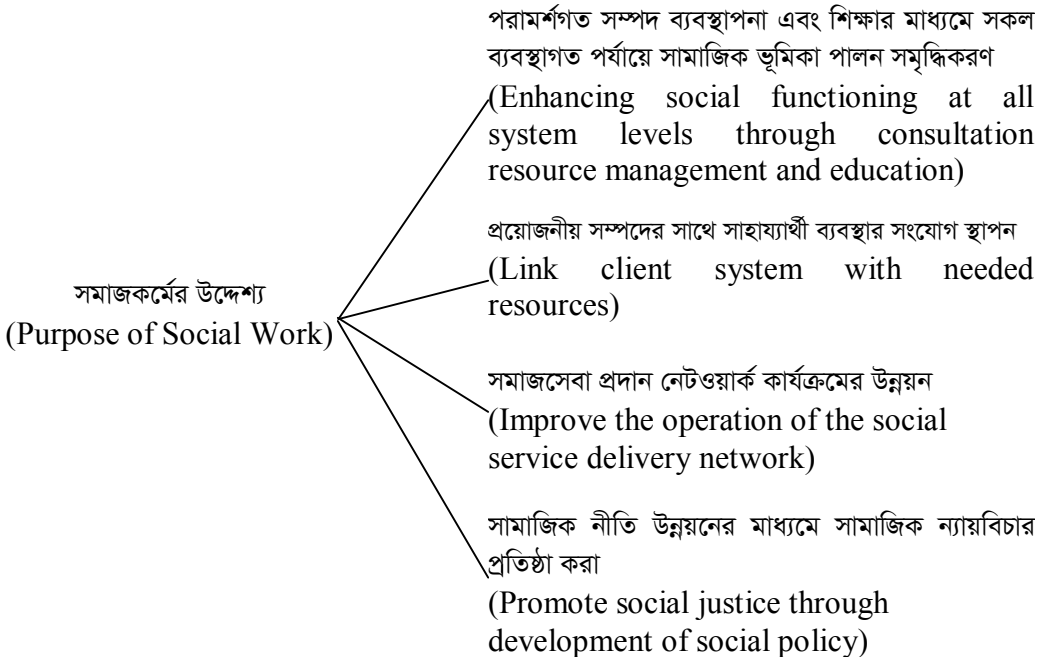

চিত্র : ১.৩.১ সমাজকর্মের উদ্দেশ্য (সূত্র : DuBois & Miely; 1992 : 23)

মূলত মানুষ ও তার পরিবেশের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কই হচ্ছে সমাজকর্মের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের মূল ভিত্তি। মানুষকে সামাজিক অবস্থানের সাথে সংগতি বিধান করে যথাযথ সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তোলাই সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য।

সমাজকর্ম হচ্ছে একটি ইম্পাউয়ারিং (empowering) পেশা, যা সমাজের দুঃস্থ, অসহায়, বঞ্চিত ও ঝুঁকিপূর্ণ মানবগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের জন্য ভূমিকা পালন করে থাকে। সমাজকর্ম বিশ্বকোষে বলা হয়েছে, সমাজকর্ম অনুশীলনের উদ্দেশ্য হলো সাংগঠনিক বা প্রশাসনিক পরামর্শ এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে নীতি, সেবা, সম্পদ এবং কর্মসূচি প্রণয়ন ও অণুসরণ করা; যাতে ঝুঁকিপূর্ণ মানব গোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধিসহ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে।

সমাজকর্ম একটি মানবোচিত (humanizing) এবং কর্মমুখী (action-oriented) কর্মকাণ্ড হিসেবে সামাজিক নীতি পরিবর্তন, সংশোধন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে অবদান রাখে। মানুষের সামাজিক ভূমিকা পালন ও সামাজিক সামঞ্জস্যবিধানে সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে সমাজকর্ম সামাজিক, অর্থনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিকসহ সকল দিকের প্রতি নজর দিয়ে থাকে। সমাজে প্রাপ্ত সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধার সঙ্গে মানুষের সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে সমাজকর্ম কাজ করে।

সমাজের পরিকল্পিত ও গঠনমূলক পরিবর্তন আনয়ন সমাজকর্মের অন্যতম লক্ষ্য। সমাজের উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নেতৃত্ব সৃষ্টি, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের সক্রিয় ও স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন, মানুষের সুপ্ত ক্ষমতা ও প্রতিভার বিকাশের লক্ষ্যে সমাজকর্ম প্রয়াস চালায়।

সারসংক্ষেপ

সারসংক্ষেপ

সমাজকর্ম সমাজস্থ মানুষের সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতার উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে পরিকল্পিত, প্রাতিষ্ঠানিক ও পেশাদার প্রচেষ্টা চালায়। সমাজকর্মের লক্ষ্য হলো ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি তথা সমাজস্থ মানুষকে এমনভাবে সাহায্য করা, যাতে প্রাপ্ত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে তারা নিজেই নিজের সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম হয়ে উঠে। বস্তুত সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের বিভিন্নমূখী সমস্যার প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়নমূলক তথা সার্বিক সমাধান নিশ্চিত করা। সংক্ষেপে বলা যায়, the mission of social work is human betterment।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সমাজকর্ম পেশার মূল লক্ষ্য কোনটি?

ক) মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করা খ) নির্ভরশীল মনোভাব সৃষ্টি করা

গ) মানুষকে সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম করা ঘ) জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা

২। NASW কর্তৃক ১৯৮১ সালে সমাজকর্মের কয়টি উদ্দেশ্য চিহ্নিত করা হয়েছে?

ক) দুইটি খ) তিনটি

গ) চারটি ঘ) পাঁচটি

পাঠ-১.৪ সমাজকর্মের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য (Nature and Characteristics of Social Work)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

১.৪.১ সমাজকর্ম পেশার প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

১.৪.২ সমাজকর্ম পেশার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

১.৪.১ সমাজকর্মের প্রকৃতি

সমাজকর্ম হচ্ছে একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও কৌশলনির্ভর বিজ্ঞান, কলা ও পেশাদার সেবাকর্ম। অন্যান্য পেশা যেমন– আইন-সহায়তা, চিকিৎসা, ও শিক্ষকতার ন্যায় সমাজকর্মেরও সুনির্দিষ্ট কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা সমাজকর্মকে স্বতন্ত্র পরিচয়ে পরিচিত করেছে। বর্তমান বিশ্বে ভিন্নধর্মী একটি পেশা হিসেবে সমাজকর্ম সম্প্রসারিত হচ্ছে। উন্নত, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত সকল দেশে পেশা হিসেবে সমাজকর্ম বিকাশমান। সমাজভেদে প্রায়োগিকদিক থেকে এর কিছুটা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হলেও তাত্ত্বিক জ্ঞানের দিকে সমাজকর্ম বিশ্ববাপী অভিন্ন রূপে বিদ্যমান।

সমাজকর্ম একটি গতিশীল (dynamic) ও প্রায়োগিক (applied) সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে সমাজস্থ মানুষের সমস্যা সমাধানে প্রচেষ্টা চালায়। শিল্পবিপ্লবোত্তর সময়ে দ্রুত শিল্পায়ন, বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্যের বিকাশ, আত্মসচেতনতা ও অধিকারবোধ তথা ক্ষমতায়নজনিত কারণে মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনযাত্রায় গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিপরীতে মানুষের সমাজজীবনে নানাধরনের আর্থ-সামাজিক সমস্যার পাশাপাশি মনো-সামাজিক সংকটেরও সৃষ্টি হয়। এছাড়া পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংকট চরম আকার ধারণ করার ফলে সমস্যাগুলো জটিল থেকে জটিলতর আকার ধারণ করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট সমস্যার কার্যকর ও বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধানের প্রয়াস হিসেবে পেশাদার সমাজকর্মের উদ্ভব ঘটে। সমাজকর্ম হচ্ছে মানবতাবাদী মূল্যবোধভিত্তিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, জ্ঞান ও দক্ষতানির্ভর একটি পেশাগত কর্মকাণ্ড, যা সামাজিক হস্তক্ষেপ (social intervention), সামাজিক উপযোজন (social adaptaion), সামাজিক উদ্ভাবন (social innovation) এবং পরিকল্পিত সামাজিক পরিবর্তন (planned social change) কৌশলসমূহের মাধ্যমে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি তথা সাহায্যার্থীর সমস্যা সমাধানে সাহায্যার্থীকে সক্ষম করে তুলে। সমাজকর্ম মানুষের সমস্যা সমাধানে বিস্তৃত অনুশীলন ক্ষেত্রে (versatile practice perspective) কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সমাজকর্ম পেশার আবির্ভাবের মূলে ধর্মীয় অনুপ্রেরণা, মানবহিতৈষী প্রচেষ্টা ও সমাজকল্যাণমূলক মনোভাব ভিত্তি হিসেবে কাজ করলেও বর্তমানে সম্পূর্ণভাবে এটি ধর্মনিরেপক্ষ ও সর্বজনীন মানবাধিকার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি স্বতন্ত্র পেশা এবং সামাজিক বিজ্ঞানের একটি ব্যবহারিক শাখা হিসেবে পরিচিত। তবে একথা সত্য ও স্বীকার্য যে, মানবতাবোধ ও ধর্মীয় অনুশাসন সমাজকর্মের দার্শনিক ভিত্তি তৈরি ও সমাজকর্ম দর্শন বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

১.৪.২ সমাজকর্ম পেশার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য

আধুনিক বিশ্বে সমাজকর্ম একটি মানবসেবামূলক সাহায্যকারী পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ও সর্বজন স্বীকৃত। অন্যান্য পেশার মতো সমাজকর্ম পেশার সুনির্দিষ্ট কতগুলো বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, যা সমাজকর্মকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় পরিচিতি দান করছে।

সমাজকর্ম একটি সক্ষমকারী প্রক্রিয়া (enabling process) হিসেবে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি, কৌশল, নীতি ও মূল্যবোধ এবং জ্ঞান ও দক্ষতার আলোকে সাহায্য করে যাতে তাদের সুপ্ত প্রতিভা (latent quality) ও সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করতে সক্ষম হয়। যেমন– একজন শিক্ষিত ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশত ধুমপান করছে। সমাজকর্মী এই ব্যক্তিকে সাহায্যার্থী হিসেবে গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে সাহায্যার্থীর ধুমপান সমস্যা নিরসনে তার মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করবে। আর সাহায্যার্থী যেহেতু শিক্ষিত তাই তার এই অবস্তুগত সম্পদকে কাজে লাগিয়ে সমস্যা সমাধান করে তার কাঙ্খিত সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তোলায় প্রয়াস চালাবে। সমাজকর্ম পদ্ধতিগতভাবে মানুষের সমস্যা সমাধানে প্রয়াসী। সমাজকর্মের পদ্ধতি প্রধানত দুই প্রকার। যথা– ১. মৌলিক পদ্ধতি ও ২. সহায়ক পদ্ধতি; যা পেশাটির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য।

সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে ব্যক্তি সমাজকর্ম, দল সমাজকর্ম, এবং সমষ্টি সংগঠন। তবে বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশে বর্তমানে সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতিটি সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমস্যা ক্ষেত্রে ব্যক্তি সমাজকর্ম, দলকেন্দ্রিক সমস্যার ক্ষেত্র দল সমাজকর্ম এবং সমষ্টিকেন্দ্রিক সমস্যার ক্ষেত্রে সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতি (সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন) প্রয়োগ করা হয়। মৌলিক পদ্ধতির সফল ও যথাযথ অনুশীলনের জন্য সাহায্যকারী পদ্ধতি হিসেবে সামাজকল্যাণ প্রশাসন, সমাজকর্ম গবেষণা ও সামাজিক কার্যক্রমের সাহায্য নেয়া হয়ে থাকে।

সমাজকর্ম মূলত একটি কল্যাণধর্মী পেশা হিসেবে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি-লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষের সামাজিক ভূমিকা পালনে তথা কল্যাণে কাজ করে, যা পেশাটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাই সমাজকর্মকে humanitarian পেশা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, সমাজকর্ম পেশার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি মূল্যবোধ, জ্ঞান ও দক্ষতাভিত্তিক পেশা।

সমাজকর্ম অনুশীলনে অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পেশাগত সম্পর্ক (rapport) স্থাপন। সমাজকর্ম অনুশীলনে নিয়োজিতদের সমাজকর্মী বলা হয়। সমাজকর্মী তাঁর কাছে সাহায্য নিতে আসা সাহায্যার্থীর সাথে পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন করেন, যা অন্যান্য পেশার ক্ষেত্রে তেমন দেখা যায় না। সমাজকর্ম একটি সক্ষমকারী পেশা হিসেবে সাহায্যার্থীর প্রকৃত সমস্যা নির্ণয় করে সমস্যা সমাধানে প্রয়াস চালায়। তাই এক্ষেত্রে সমাজকর্মী ও সাহায্যার্থীর মধ্যে কার্যকর পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে সাহায্যার্থীর সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মীর প্রচেষ্টা অনেকটা সহজ হয়ে যায়। এই পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন সমাজকর্মের একটি শৈল্পিক বিষয় (artistic matter) হিসেবে বিবেচিত। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী সহমর্মিতা (empathy), আত্মবিযুক্ত ভালবাসা (non-possessive warmth), উষ্ণতা (warmth), আন্তরিকতা (genuiness), সৃজনশীলতা (creativity), কল্পনা শক্তি (imagination), নমনীয়তা (flexibility), কর্মশক্তি (energy), বিচারবোধ (judgement), ব্যক্তিগত ভঙ্গিমা (personal style) ইত্যাদি শৈল্পিক দক্ষতা প্রয়োগ করেন, যা পেশাগত সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে বিবেচিত হয়। ফলে পেশাগত সম্পর্কের দিক থেকে সত্যিকার অর্থেই সমাজকর্ম অন্যান্য পেশা থেকে পৃথক, স্বতন্ত্র ও গতিশীল পেশা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

সমাজকর্ম সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন একটি মানব-ক্ষমতায়নমুখী (human-empowering) পেশা হিসেবে স্বীকৃত। ব্যক্তি তথা মানুষের সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতা পুনরুদ্ধার, সংরক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে সার্বিক কল্যাণ আনয়নে সমাজকর্ম সার্বিক প্রয়াস চালায়, যা পেশাটির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সমাজকর্ম পেশার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি (base) রয়েছে, যা সমাজকর্মকে স্বতন্ত্র পেশার মর্যাদা এনে দিয়েছে; তা হলো মূল্যবোধভিত্তি (value base), জ্ঞানভিত্তি (knowledge base) এবং দক্ষতাভিত্তি (skill base)।

সমাজকর্ম একটি মূল্যবোধ নির্দেশিত (value guided) পেশা। এর অর্থ হচ্ছে– পেশাগত অনুশীলনের ক্ষেত্রে একজন সমাজকর্মী তার নিজস্ব বিশ্বাস। যেমন– ধর্মীয়, জাতিগত ও রাজনৈতিক পরিচয় বা অন্য যেকোন ব্যক্তিগত/সমষ্টিগত বিশ্বাসের উর্দ্ধে উঠে শুধুমাত্র সমাজকর্মের স্বীকৃত মূল্যবোধের আলোকে সেবাকার্যক্রম পরিচালনা ও প্রশিক্ষণ বা সমাজকর্ম শিক্ষায় নিয়োজিত থাকবেন। এক কথায়, পেশাগত অনুশীলন ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সমাজকর্মের নির্দেশিত মূল্যবোধের বাইরে ব্যক্তিগত কোনো বিশ্বাস অনুশীলনের সুযোগ নেই। সমাজকর্মের এসব মূল্যবোধ পেশাটিকে অন্যান্য পেশা হতে পৃথক ও স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি; ব্যক্তির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার; জাতি-ধর্ম-বর্ণ- লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান সুযোগ প্রদান; আত্মপরিপূর্ণতার সুযোগ; সমাজের প্রতি ব্যক্তি ও ব্যক্তির প্রতি সমাজের কর্তব্য; পর্যাপ্ত সুযোগ; জীবন সংক্রান্ত সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি; আত্মনির্ভরতা; এবং সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার হচ্ছে সমাজকর্মের স্বীকৃত পেশাগত মূল্যবোধ। এসব পেশাগত মূল্যবোধসমূহ পেশাটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও বটে।

সমাজকর্ম অনুশীলনে সাহায্যার্থীর সমস্যা সমাধানে সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগের পাশাপাশি বিভিন্ন কৌশল (strategy) অনুসরণ করে থাকে, যা সমাজকর্ম কৌশল (social work strategy) হিসেবে পরিচিত। সামাজিক হস্তক্ষেপ বা সমাজকর্ম হস্তক্ষেপ (social intervention or social work intervention), সামাজিক উপযোজন (social adaptation), সামাজিক উদ্ভাবন (social innovation) এবং পরিকল্পিত সামাজিক পরিবর্তন (planned social change) হচ্ছে সমাজকর্ম পেশার কৌশল যেগুলো সমাজকর্মের নিজস্ব ও স্বতন্ত্র কৌশল হিসেবে পরিচিত।

কিছু ব্যবস্থার (system) মধ্য দিয়ে সমাজকর্ম ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধান করে থাকে। সেগুলো হচ্ছে পরিবর্তন প্রতিনিধি ব্যবস্থা (change agent system), সাহায্যার্থী ব্যবস্থা (client System), লক্ষ্য ব্যবস্থা (target system) ও কার্যক্রম ব্যবস্থা (action system)। সমাজকর্মী পরিবর্তন প্রতিনিধি (change agent) হিসেবে

সমস্যাগ্রস্ত বা সাহায্যার্থীর সমস্যা সমাধানে অনুঘটকের (catalyst) ভূমিকা পালন করে থাকে। এছাড়া ক্ষেত্রবিশেষে সমাজকর্মী আউটরিচার (outreacher), সক্ষমকারী (enabler), সংযোগকারী (broker), মধ্যস্থতাকারী (mediator), ক্ষমতায়নকারী (empowerer), সমন্বয়কারী (coordinator), গবেষক (researcher), সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টিকারী (facilitator), সম্পদ সমবেতকারী (resource mobilizer), তথ্য সংগ্রহকারী (data manager), প্রশাসক (adminitrator), শিক্ষক (educator), পক্ষ সমর্থনকারী (advocate), সূত্রপাতকারী (initiation), আপোসকারী (negotiator), আচরণে পরিবর্তন আনয়নকারী (behavior changer), পরিবর্তনকারীসহ (activist), জনগণের মুখপাত্র (public speaker) হিসেবে ভূমিকা পালন করে, যা পেশাটির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য।

বর্তমান শিল্পসমাজে সমাজকর্মের অনুশীলন ও প্রয়োগক্ষেত্র প্রতিনিয়ত বিস্তৃত হচ্ছে। পরিবারকল্যাণ, শিশুকল্যাণ, নারীকল্যাণ, যুবকল্যাণ, শ্রমকল্যাণ, বয়স্ককল্যাণ, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, মাদকাসক্তি, অপরাধ ও কিশোর অপরাধ, সংশোধনমূলক কার্যক্রম, এবং সামরিক ক্ষেত্রে সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ হচ্ছে। সমাজকর্মীরা প্রশাসন, নীতি ও গবেষণা ক্ষেত্রেও ভূমিকা পালন করছে।

সমাজ প্রতিনিয়ত গতিশীল ও পরিবর্তনশীল। গতিশীল ও পরিবর্তনশীল সমাজে মানুষ যখন সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে আন্তক্রিয়ার সক্ষম হয় না, তখন সমাজকর্মী পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় (change process) তাকে সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম করে তোলে। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী গ্রহণ ও সংযুক্তি (intake and engagement), তথ্য সংগ্রহ ও অবস্থা নিরূপণ (data collection and assessment), পরিকল্পনা ও চুক্তি (planning and contracting), হস্তক্ষেপ ও পরিবীক্ষণ (intervention and monitoring) এবং মূল্যায়ন ও সমাপ্তিকরণ (evaluation and termination) ইতাদি সুনির্দিষ্ট ধাপসমূহ অনুসরণ করে থাকে, যা সমাজকর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

জাতিসংঘের সামাজিক কমিশন (Social Commission of the United Nations) ১৯৫০ সালে আন্তর্জাতিক জরিপের ভিত্তিতে সমাজকর্মের তিনটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করেছে। তা হলো :

১। সমাজকর্ম হচ্ছে একটি সাহায্যাকারী কার্যক্রম (Social Work is a helping activity);

২। সমাজকর্ম হচ্ছে একটি সামাজিক কার্যক্রম, যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জনগোষ্ঠীর কল্যাণের জন্য;মুনাফা অর্জনের জন্য নয় (Social Work is a social activity established for the benifit of community, not for profit motives);

৩। সমাজকর্ম হচ্ছে একটি সংযোগকারী কার্যক্রম, যার মাধ্যমে অসুবিধাগ্রস্ত ব্যক্তি ও দল তাদের প্রয়োজন পূরণে সমষ্টির সম্পদকে কাজে লাগাতে পারে। (Social Work is a liasion activity through which the disadvantaged individuals and groups may tap community resources.)

আবদুল হাকিম সরকার (২০০৮ : ১৬) তার *"সমাজকর্ম অনুশীলন : রীতি ও গতিপ্রবাহ"* গ্রন্থে নিম্নোক্ত একটি ছকের মাধ্যমে সমাজকর্ম অনুশীলনকে তুলে ধরেছেন :

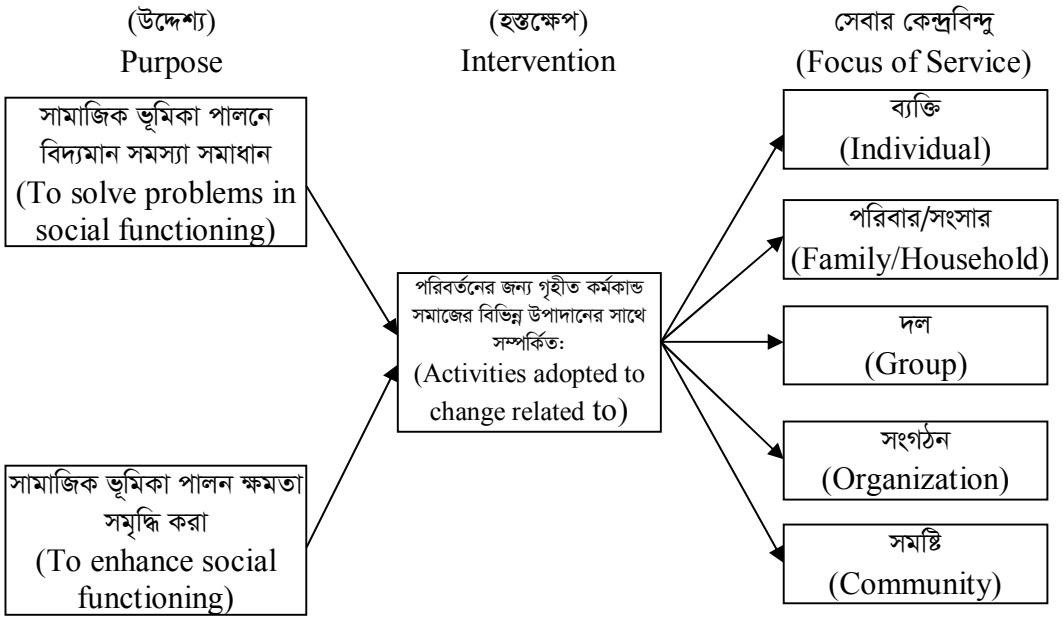

চিত্র : ১.৪.১ সমাজকর্ম অনুশীলন

উপরিউক্ত চিত্র হতে সমাজকর্মের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। সমাজকর্মের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি তথা মানুষকে সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে সংগতি রেখে কাঙ্খিত পরিবর্তন আনয়নের জন্য দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ পরিবর্তনে সাহায্য ও সক্ষম করা।

সারসংক্ষেপ

সমাজকর্ম হচ্ছে একটি মূল্যবোধ নির্দেশিত মানবিক পেশা যা মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতির আওতায় সামাজিক বা সমাজকর্ম হস্তক্ষেপ, সামাজিক উপযোজন, সামাজিক উদ্ভাবন এবং পরিকল্পিত সামাজিক পরিবর্তন কৌশল প্রয়োগ করে সমাজস্থ মানুষের বিশেষত অসুবিধাগ্রস্ত ও সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধান ও যথাযথ সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তোলে। সমাজকর্ম অনুশীলনে সমাজকর্মী পরিবর্তন প্রতিনিধি হিসেবে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সমাজকর্মে সমাজকর্মীর শৈল্পিক বিষয় কোনটি?

ক) ভালোবাসা খ) স্নেহ-মমতা

গ) সহমর্মিতা ঘ) উত্তেজনা

২। সমাজকর্মের কৌশল কোনটি ?

ক) সামাজিক হস্তক্ষেপ খ) নীতি প্রণয়ন

গ) সামাজিক কার্যক্রম ঘ) সামাজিক গবেষণা

পাঠ-১.৫ সমাজকর্মের পরিধি (Scope of Social Work)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

১.৫ সমাজকর্মের পরিধি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

১.৫ সমাজকর্মের পরিধি

সমাজকর্মের পরিধি বলতে সাধারণত সমাজকর্মের অনুশীলন বা প্রয়োগক্ষেত্রকে (fields of social work practice) বোঝায়। সমাজকর্মের ব্যবহারিক বা প্রায়োগিকদিক নিয়েই এর পরিধি নির্ধারিত হয়। পেশা হিসেবে সমাজকর্ম মানুষকে তার পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কার্যকরভাবে আন্তঃক্রিয়ায় সাহায্য করে, তাই এর পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। এ প্রসঙ্গে R. A. Skidmore এবং M. G. Thackeray বলেন, "বৃহৎ দৃষ্টিকোণ হতে সমাজের অধিক সংখ্যক মানুষের দৈহিক, মানসিক, আবেগীয়, আধ্যাত্মিক ও আর্থিক প্রয়োজনপূরণ এবং কল্যাণ সাধনই সমাজকর্মের অন্তর্ভূক্ত।" (Social work, in a broad sense, encompasses the well being and interests of large number emotional, spiritual and economic needs.) অন্যদিকে মণীষী Elizabeth Wickenden বলেন, "সমাজকর্মের অন্তর্ভুক্ত হলো সেসব আইন, কর্মসূচি, সুযোগ-সুবিধা ও সেবামূলক কার্যক্রম, যেগুলো জনগণের কল্যাণের জন্য স্বীকৃত মৌলিক প্রয়োজনাদি পূরণের নিশ্চয়তা বিধান বা জোরদার ও উত্তম

সামাজিক শৃংঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত।" (Social Work includes those laws, programs, benefits and services which assure or strengthen provisions for meeting social needs recognized as basic to the wellbeing of the population and the better function of the social order.) সমাজকর্ম পেশার বিকাশে State Boards of Charities, Charity Organization Society (COS) এবং Settlement House Movement কর্যক্রমগুলো কতগুলো ধারা (dimensions) যেমন– যত্ননির্ভর (caring), প্রতিকারধর্মী (curing), পরিবর্তনমূলক (changing), সেবামূলক (servicing) ও ক্ষমতায়নমূলক (empowering) সংযুক্ত করেছে, যা সমাজকর্মের ক্ষেত্রকে বিস্তৃত ও ব্যাপক করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

সমাজকর্মের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হচ্ছে মানুষ ও তার পরিবেশ (environment) এবং এমনকি প্রতিবেশ (ecology), যা মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। সমাজ ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে সমাজকর্ম আলোচনা করে থাকে। সামাজিক সমস্যার স্বরূপ, প্রকৃতি, কারণ ও প্রভাব বিশ্লেষণে প্রয়োজন সামাজিক গবেষণা। তাই সমাজকর্মের বিস্তৃত পরিধির আওতায় সামাজিক গবেষণা অন্তর্ভুক্ত।

সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ সমাজকর্মের অন্যতম লক্ষ্য। সামাজিক নীতি নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন ব্যতীত সামাজিক সমস্যা মোকাবিলা করে সামাজিক উন্নয়ন আনয়ন সম্ভব নয়। এজন্য সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার সঠিক বাস্তবায়ন সমাজকর্মের পরিধিভুক্ত। এছাড়া সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, সমাজ সংস্কার, সমষ্টি উন্নয়ন, সংশোধনমূলক কার্যক্রম ও মানব সম্পদ উন্নয়ন সমাজকর্মের আওতাভুক্ত।

সমাজকর্মের পরিধি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে Brenda DuBois এবং Karla Krogsrud Miley (১৯৯২) তাঁদের "*Social Work : An Empowering Profession"* গ্রন্থে উল্লেখ করেন, পরিবার ও শিশুদের সেবা (family and children's services), স্বাস্থ্য ও পুনর্বাসন (health and rehabilitation), মানসিক স্বাস্থ্য (mental health), তথ্য ও প্রেরণ (information and raferral), জীবিকাভিত্তিক সমাজকর্ম (occuption social work), কিশোর ও অপরাধী সংশোধন (juvenile and adult corrections), বয়স্ক বা প্রবীণ সেবা (gerotogical services), স্কুল সমাজকর্ম (school social work), বাসস্থান (housing), আয় নির্বাহ (income maintnance) এবং সমষ্টি উন্নয়ন (community development) হচ্ছে সমাজকর্মের প্রধান অনুশীলনক্ষেত্র।

আমেরিকার জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি (NASW) প্রকাশিত *Encyclopedia of Social Work*-এ সমাজকর্মের নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে :

১. মাদকাসক্তি নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ ও চিকিৎসা সেবা (Services for control, prevention and treatment of drug addiction);
২. বয়স্ক সেবা (Services for aging);
৩. শিশু ও পরিবার কল্যাণ সেবা (Child and family welfare services);
৪. সমষ্টির কল্যাণ ও মানবসেবা পরিকল্পনা (Community welfare and planning human for services);
৫. অপরাধ ও কিশোর অপরাধী সংশোধন সেবা (Correctional services for crime and delinquency);
৬. প্রতিবন্ধী ও দৈহিক প্রতিবন্ধী সেবা (Services for disability and physical handicap);
৭. সমাজকর্ম পেশার উন্নয়নে শিক্ষা সেবা (Educational services for professional development of social work);
৮. পরিবেশ এবং সামাজিক পরিকল্পনা (Environment and social planning);
৯. পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা পরিকল্পনা (Family planning and population planning);
১০. পরিবারিক সেবা– পারিবারিক শিক্ষা, পরামর্শ (Family services- family life education, counseling);
১১. স্বাস্থ্য সেবা– কমিউনিটি মানসিক স্বাস্থ্য, প্রজনন পরামর্শ, স্বাস্থ্য ও হাসপাতাল পরিকল্পনা, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য), জনস্বাস্থ্য কর্মসূচি (Health services- community mental health, genetic counseling, health and hospital planning maternal and child health, public health program);
১২. গৃহায়ন ও গৃহকেন্দ্রিক সেবা (Housing and home maker services);

১৩. মানসিক স্বাস্থ্য এবং বুদ্ধি প্রতিবন্ধী সেবা (Services for mental health and retardation);
১৪. অভিবাসী পুনর্বাসন সেবা (Migration and resettlement services);
১৫. প্রতিবেশি সেবা (Neighborhood services);
১৬. শিশু ও প্রবীণ সংরক্ষণ সেবা (Protective services for children and adults);
১৭. সরকারি সমাজকল্যাণ সেবা (Public welfare service);
১৮. সামাজিক সাহায্য এবং সামাজিক নিরাপত্তা সেবা (Public assistance and social security services);
১৯. চিত্তবিনোদন এবং পরিবেশ উন্নয়ন পরিকল্পনা (Recreation and environmental planning);
২০. সমাজকর্ম গবেষণা (Research in social work);
২১. বিদ্যালয় সমাজকর্ম (School social work);
২২. সামাজিক নীতি উন্নয়ন (Social policy development);
২৩. যুবসেবা এজেন্সী এবং কর্মসূচি (Youth service agency and programs);
২৪. শ্রমকল্যাণ, শিল্প ও ব্যবসার ক্ষেত্রে সমাজকর্ম সেবা (Social work services in labour, business and industry);
২৫. সংখ্যালঘু সেবা (Services for minorities);
২৬. পল্লী সমাজসেবা প্রতিষ্ঠান (Rural social services agency)।

কানাডার মন্ট্রিলে ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত International Federation of Social Workers (IFSW) এর সাধারণ সভায় সমাজকর্ম অনুশীলনের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যক্তি সমস্যা, সমাজে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা, বৈষম্য, অবিচারসহ প্রভৃতি সামাজিক সমস্যা চিহ্নিত করা হয়।

সমাজকর্ম পেশা মানবকল্যাণ ব্যবস্থা জোরদারকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, মানব নির্যাতন ও মানব বঞ্চনা অবসানসহ মৌলমানবিক চাহিদা পূরণে অঙ্গীকারবদ্ধ। সমাজকর্ম সকল শ্রেণীর মানুষের কল্যাণে গবেষণাধর্মী একটি পেশা হিসেবে প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে, যা সমাজকর্মের পরিধিভুক্ত। এ প্রসঙ্গে Armondo T. Morales এবং Bradford W. Sheafor (1986 : 119) বলেন, "Field of social work practice is a phrase used to describe a group of practice setting that deal with similiar client problems."

সারসংক্ষেপ

সমাজকর্ম যেহেতু মানুষ ও তার সমস্যা নিয়ে কাজ করে, তাই এর পরিধি বিস্তৃত। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে সমস্যা জটিল ও বহুমুখী রূপ লাভ করায় এর প্রয়োগক্ষেত্র তথা পরিধি বিস্তার লাভ করছে। মানব জীবনের সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ ঘটিয়ে নিজ সমস্যা সমাধানে নিজেকেই সক্ষম করে তোলার ক্ষেত্রে প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও প্রচেষ্টা হিসেবে সমাজকর্মের পরিধি বিস্তৃত ও প্রসারিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সমাজকর্মের পরিধিভুক্ত কোনটি?
ক) মানুষ ও সমস্যা খ) রাষ্ট্র ও আইন
গ) শিক্ষা ও সম্পদ ঘ) সমস্যা ও সম্পদ

২। সমাজকর্ম কোন ধরনের প্রচেষ্টা চালায়?
ক) প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়নমূলক খ) প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও সেবামূলক
গ) আন্দোলন, কার্যক্রম ও উন্নয়নমূলক ঘ) উন্নয়নমূলক ও প্রতিবাদমূলক

পাঠ-১.৬ সমাজকর্মের গুরুত্ব (Importance of Social Work)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

১.৬ সমাজকর্মের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১.৬ সমাজকর্মের গুরুত্ব

দ্রুত পরিবর্তনশীল ও জটিল সমাজের সমস্যা সমাধানে পেশাদার সমাজকর্মের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিল্পবিপ্লবোত্তর সমাজের পারিবারিক বিশৃংখলা, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, অপরাধ, কিশোর অপরাধসহ সৃষ্ট অন্যান্য সমস্যা কার্যকর মোকাবিলার লক্ষ্যে সমাজকর্ম পেশার উদ্ভব হয়েছিল। কালের পরিক্রমায় সমাজকর্মের মাত্রা, গতি ও প্রকৃতিতে পরিলক্ষিত হয়েছে যুগোপযোগী ভিন্নতা। সমাজকর্মের পরিধি ও প্রয়োগমাত্রা বিশ্লেষণ করলেই এর গুরুত্ব সম্পর্কে অনুধাবন করা যায়।

সমাজকর্ম মানুষ ও তার পরিবেশের মধ্যে আন্তঃক্রিয়ার উন্নয়নে পেশাগত সাহায্য প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ লক্ষ্যে পরিকল্পিত পরিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে তাদের নিজস্ব সমস্যা নিজেদেরকেই সমাধানে সক্ষম করে তোলা হয়। সমাজকর্ম অনুশীলনে পরিকল্পিত প্রতিনিধি হিসেবে সমাজকর্মীরা বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে মানুষের সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকে, যা যেকোন সমাজব্যবস্থার জন্যই গুরুত্বপূর্ণ।

সমাজকর্ম হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, জ্ঞান ও কৌশলের সমন্বয়ে একটি আধুনিক সমন্বিত সামাজিক বিজ্ঞান, যা ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে কাঙ্খিত সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তোলে। সুতরাং অসুবিধাগ্রস্ত (disadvantaged), দুস্থ (destitute) তথা অনগ্রসর (backward) জনগোষ্ঠীর সমস্যার দীর্ঘ স্থায়ী সমাধানে সমাজকর্ম পেশার আবশ্যকতা রয়েছে। সমাজের অবহেলিত, বঞ্চিত, দরিদ্র তথা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন, মানবাধিকার সুরক্ষা ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা ফলপ্রসূ।

সমাজকর্ম মানবতাবাদী (humanitarian) পেশা হিসেবে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে সকল মানুষকে মানুষ হিসেবে মূল্য ও মর্যাদা দিয়ে থাকে। মানুষের অন্তর্নিহিত মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি, আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার, সম্পদের সুসম বণ্টন, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও সকলের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে সমাজকর্ম পেশা তাৎপর্যপূর্ণ। সমাজকর্ম পেশা হিসেবে সমস্যাগ্রস্তব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে প্রাতিষ্ঠানিক ও পদ্ধতিনির্ভর সেবাদানে বিশ্বাসী। যার ফলে সমাজকর্ম সনাতন ও বদন্যতা নির্ভর সেবাদান প্রক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও ভিন্নধর্মী। সমাজকর্ম পেশায় সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে পরনির্ভরশীল ও পরমুখাপেক্ষী না করে সাবলম্বী ও আত্মপ্রত্যয়ী হিসেবে তোলা হয়, যা প্রতিটি সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। ফলে সমস্যার গতি, প্রকৃতি ও মাত্রায় পরিবর্তন ও ভিন্নতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সুতরাং উন্নত বিশ্বের মনো-সামাজিক সমস্যার ন্যায় উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশের আর্থ-সামাজিক সমস্যার কার্যকর মোকাবিলায় সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, কৌশল ও পদ্ধতি প্রয়োগের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

K.K. Miley *et al.* (২০০১ : ৮) তাঁদের *"Generalist Social Work Practice : An Empowering Approach"* গ্রন্থে বলেন, "Social work focuses an releasing human power in individuals to reach their potential and contribute to the collective good of society; social institution, and social policy which in turn, create opportunities for individuals।" তাঁরা সমাজকর্ম পেশার কার্যাবলী একটি চিত্রের সাহায্য তুলে ধরেছেন, যা থেকে ব্যক্তি, পরিবার, দল বা সংগঠন ও সমষ্টি বা সমাজ পর্যায়ে পরামর্শ, সম্পদ ব্যবস্থাপনায় ও শিক্ষা কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে সমাজকর্মীর বহুমুখী ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। নিম্নে চিত্রটি তুলে ধরা হলো :

চিত্র : ১.৬.১ সমাজকর্ম কার্যাবলী

বর্তমানে সমাজকর্মের অনুশীলন বা পেশাগত দিক খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। যেসব দেশে সমাজকর্মের পেশাগত স্বীকৃতি রয়েছে সেসব দেশে সমাজকর্মীরা ডাক্তার-আইনজীবীদের মতো রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়ে পেশাদার কর্মী হিসেবে সমস্যার সমাধানে মানুষকে সক্ষম করে তোলেন। অসুবিধাগ্রস্ত, সুবিধাবঞ্চিত, পশ্চাদপদ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন, আত্মকর্মসংস্থান, ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবহার, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-পুষ্টি ও মানবাধিকার নিশ্চিতকরণে সমাজকর্ম পেশার গুরুত্ব অপরিসীম। এছাড়া মাদকাসক্তি, অপরাধ, কিশোর অপরাধ, মানব-পাচার, পরিবেশ-জীববৈচিত্র সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োগ অধিক ফলপ্রসূ। NASW এর মতে "Social Work is based on humanitarian, democratic ideals. Professional social workers are dedicated to service for the wellfare of mankind, to the disciplined use of a recognized body of knowledge about human beings and their interactions, and to the marshaling of community resources to promote the well-being of all without discrimination।" বস্তুত NASW এর উক্ত উদ্ধৃতি থেকে সমাজকর্মের গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়।

সারসংক্ষেপ

বর্তমান শিল্পসমাজের পরস্পর জটিল ও বহুমুখী সমস্যার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর সমাধানের ক্ষেত্রে গতিশীল ও সাহায্যকারী পেশা হিসেবে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি তথা সমাজস্থ মানুষের সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের প্রয়োগ অনস্বীকার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সমাজকর্ম প্রধানত কোন ধরনের জনগোষ্ঠীকে নিয়ে কাজ করে?
ক) অসুবিধাগ্রস্ত, অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত খ) ধনী, সম্ভ্রান্ত ও সুবিধাপ্রাপ্ত
গ) আদিবাসী ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ঘ) বস্তিবাসী

২। সমাজকর্ম সমস্যাগ্রস্তদের সমস্যার কোন ধরনের সমাধান দিয়ে থাকে?
ক) ক্ষণস্থায়ী ও তাৎক্ষনিক খ) তাৎক্ষনিক ও অসংগঠিত
গ) দীর্ঘস্থায়ী ও সংগঠিত ঘ) ক্ষণস্থায়ী ও অসংগঠিত

পাঠ-১.৭ সমাজকর্ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Social Work Education)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

১.৭ সমাজকর্ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১.৭ সমাজকর্ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

সমাজকর্ম হচ্ছে মানুষকে সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তোলার অভিপ্রায়ে প্রতিশ্রুতিশীল একটি বহুমুখী পেশা। মানবজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা হতে অর্জিত জ্ঞানের সমন্বয়ে গঠিত সমাজকর্ম হচ্ছে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, পেশাগত মূল্যবোধ ও দক্ষতাভিত্তিক ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান। সমাজের জটিল ও বহুমুখী সমস্যার প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সমাজকর্ম শিক্ষা ও তার প্রয়োগ বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। বর্তমান বিশ্বের বহুমুখী সমস্যার বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি, কারণ ও প্রভাব সম্পর্কে যথাযথ অনুসন্ধান করে সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানের গুরুত্ব উল্লেখযোগ্য। সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে সমস্যা মোকাবিলায় বাস্তবমুখী ও যুগোপযোগী নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমাজকর্মের জ্ঞান বিশেষভাবে উপযোগী।

সনাতন বদান্যতা নির্ভর সমাজকল্যাণ ব্যবস্থায় মানুষের সমস্যার সাময়িক ও তাৎক্ষণিক সমাধানে চেষ্টা চালানো হয়। এতে করে প্রকৃতপক্ষে মানুষের সমস্যার কোনো সমাধান হয় না বললেই চলে। অন্যদিকে আধুনিক সমাজকর্ম টির্মওর্য়াক অ্যাপ্রোচের (team work approach) মাধ্যমে উপযোগী পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে মানুষের সমস্যার দীর্ঘমেয়াদী ও স্থায়ী সমাধানে প্রচেষ্টা চালায়। তাই বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে সমাজকর্ম শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দারিদ্র্য, জনসংখ্যাস্ফীতি, নিরক্ষরতা, মাদকাসক্তি, পারিবারিক বিশৃংখলা, অপরাধ, কিশোর অপরাধ, মানব পাচার, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যাসহ অন্যান্য সমস্যার কার্যকর মোকাবিলায় সমাজকর্ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

বিশ্বের উন্নত দেশসমূহে চিকিৎসা, আইন, প্রকৌশল প্রভৃতি পেশার মতো সমাজকর্ম পেশাকেও গুরুত্ব দেয়া হয়। সেসব দেশে সমাজকর্মে ডিগ্রিধারীরা রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত হয়ে সমাজকর্মের পেশাগত অনুশীলন করেন; যা সমাজকর্ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকেই তুলে ধরে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে এখন পর্যন্ত ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে সমাজকর্মে উচ্চশিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। উন্নত বিশ্বের দেশসমূহে মনো-সামাজিক সমস্যা যেমন– দাম্পত্য কলহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, হতাশা, মানসিক দ্বন্দ্ব, আত্মহত্যা, মাদকাসক্তি ইত্যাদি সমাধানে সমাজকর্ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অন্যদিকে উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশে আর্থ-সামাজিক সমস্যা যেমন– দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অপরাধ ও কিশোর অপরাধ ইত্যাদি সমস্যা সমাধানে সমাজকর্ম শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে অদ্যবধি আমেরিকা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে প্রায় দুই হাজারের অধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্মে উচ্চ শিক্ষা চালু রয়েছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রতি বছর পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী সমাজকর্মে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় এক হাজার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজকর্ম বিষয়ে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচ.ডি. ডিগ্রি প্রদান করা হচ্ছে। সমাজকর্মে উচ্চ শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে জাপানের টোকিওতে কলেজ অব সোশ্যাল ওয়ার্ক নামে একটি পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। চীনে ২০০৯ সালে ১০টি বিশ্ববিদ্যালয় দিয়ে শুরু করে এ পর্যন্ত প্রায় ৩০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজকর্ম বিভাগ খোলা হয়েছে এবং ২০১২ সাল থেকে ৩৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি প্রোগ্রাম চালু রয়েছে; যা সমাজকর্ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরছে। বাংলাদেশেও উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক, স্নাতকোত্তর, এম.ফিল ও পিএইচ.ডি. পর্যায়ে সমাজকর্ম শিক্ষা চালু রয়েছে। বাংলাদেশে পাঁচটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রায় একশতটির মতো কলেজে সমাজকর্মে স্নাতক প্রোগ্রাম চালু আছে। এছাড়া কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েও সমাজকর্ম শিক্ষা শুরু হয়েছে। বাংলাদেশে সমাজকর্ম শিক্ষার গুরুত্ব

ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে BCSWE নিয়মিত ভাবে সেমিনার, কনফারেন্স ও জার্নাল প্রকাশ করছে। সুতরাং একথা অনস্বীকার্য যে বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে সমাজকর্ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সারসংক্ষেপ

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে সমাজের বহুমুখী ও জটিল সমস্যার বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি নির্ভর দীর্ঘস্থায়ী ও স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে সমাজকর্ম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে উন্নত বিশ্বের মনো-সামাজিক সমস্যা এবং উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশের আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে সমাজকর্ম শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সমাজকর্ম শিক্ষার যাত্রার শুরু হয় কখন?
ক) উনবিংশ শতাব্দীর শেষে খ) উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে
গ) বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ঘ) বিংশ শতাব্দীর শেষে

২। কলেজ অব সোশ্যাল ওয়ার্ক নামে একটি পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় কোথায়?
ক) চীন খ) জাপান
গ) কোরিয়া ঘ) বাংলাদেশ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। বর্তমানে সমাজকর্মের বহুল প্রচলিত সংজ্ঞা কে প্রদান করেছেন?
ক) Encyclopedia of Social Work খ) A. T. Morales & B. W. Sheafor
গ) The Dictionary of Social Work ঘ) NASW

২। কোনটি সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য?
ক) মানব সম্পদের উন্নয়ন খ) মানুষকে সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম করা
গ) সাম্য, গণতন্ত্র ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা ঘ) সম্পদের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা

৩। নিচের কোনটি সমাজকর্মের বৈশিষ্ট্য?
i. বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও পদ্ধতিনির্ভর
ii. সমস্যার সাময়িক সমাধান
iii. ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান

নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। সমাজকর্মে কোন পর্যায় সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি প্রয়োগ করে সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চালানো হয়–
i. ব্যক্তিগত ii. দলগত iii. সমষ্টিগত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii

গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৫। সমাজকর্ম শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের যে সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারি–

i. মানুষের সমস্যার কারণ ও সমাধান

ii. সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার

iii. সমস্যার প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়নমূলক দিক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii

গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

রাহাত সাহেব একটি বিষয় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করে লাইসেন্সপ্রাপ্ত হয়ে ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রতিষ্ঠান খুলে সমস্যাগ্রস্তদের সমস্যা সমাধানে সংগঠিত প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। তিনি সকল স্তরের মানুষের সামাগ্রিক কল্যাণ আনয়নের ভূমিকা পালন করছেন।

৬। উদ্দীপকে রাহাত সাহেবের পঠিত বিষয় কোনটি?

ক) সমাজকল্যাণ খ) সমাজকর্ম

গ) মনোবিজ্ঞান ঘ) অর্থনীতি

৭। উদ্দীপকে রাহাত সাহেব সকল স্তরের মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ আনয়নে ভূমিকা পালনের প্রচেষ্টা থেকে তার পেশার কোন বৈশিষ্ট্যটি ফুটে উঠেছে?

ক) Humanitarian profession খ) Helping profession

গ) Enabling profession ঘ) Value guided profession

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নিশ্চিতপুর গ্রামের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্য কবলিত। ফলে তারা মৌলিক-মানবিক চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হচ্ছে না। বেসরকারি উদ্যোগে লাইসেন্সপ্রাপ্ত একটি সংগঠন গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সংগঠিত ও সমন্বিত কর্মসূচি পরিচালনা করছে। বর্তমানে গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠী সাবলম্বী হয়ে উন্নত জীবনযাপন করছে।

ক) NASW এর পূর্ণরূপ কি? ১

খ) পেশা বলতে কী বোঝায়? ২

গ) উদ্দীপকে বর্ণিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে কোন বিষয়ের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাদৃশ্য রয়েছে তা ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ) উদ্দীপকে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানটি জ্ঞানের যে শাখার আলোকে কার্যক্রম পরিচালনা করছে তার পরিধি বিশ্লেষণ করুন। ৪

২। জালাল সাহেব একটি সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন। তিনি তার বক্তবে বর্তমান শিল্প সমাজের জটিল ও বহুমুখী সমস্যা যেমন– পারিবারিক বিশৃংখলা, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, অপরাধ, কিশোর আপরাধ, মাদকাসক্তি, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন। তিনি উন্নত, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশে সমাজকর্ম শিক্ষা বিকাশের দিকটি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরেন।

ক) সমাজকর্ম কোন ধরনের বিজ্ঞান? ১

খ) শিল্পবিপ্লব বলতে কী বোঝায়? ২

গ) উদ্দীপকের আলোকে উন্নত, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশে সমাজকর্ম শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরুন। ৩

ঘ) বর্তমান শিল্পসমাজের জটিল ও বহুমুখী সমস্যার সমাধানে সমাজকর্ম প্রতিশ্রুতিবদ্ধ"– উক্তটি উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১ : ১। গ ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.২ : ১। খ ২। ক ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৩ : ১। গ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৪ : ১। গ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৫ : ১। ক ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৬ : ১। ক ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৭ : ১। গ ২। খ
চূড়ান্ত মূল্যায়ন- ১ : ১। ঘ ২। খ ৩। খ ৪। ঘ ৫। ঘ ৬। খ ৭। ক